দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 APR 2012
পৃষ্ঠা ১-৬ কলাম ৭

কওমী কমিশন প্রত্যাখ্যান করলেন বেফাক নেতৃবৃন্দ

□ স্টাফ রিপোর্টার

সদ্য গঠিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন প্রত্যাখ্যান করেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের (বেফাক) সভাপতি ও হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফি (দাঃ বাঃ), কমিশনের অপর চার সদস্যসহ ১২ জন বেফাক নেতা (বিভিন্ন মাদ্রাসার মোহতামেম)। উল্লিখিত ১২ জনের নাম ও পদবী উল্লেখ করে বেফাকের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, সদ্য গঠিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এতে বেফাকের সভাপতি ও হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফি সহ বেফাকের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত রবিবার সকালে ৯টায় বেফাকের সভাপতি আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেবের অফিস কক্ষে তাঁর সভাপতিত্বে পৃঃ ১২ কঃ ৪

প্রধানমন্ত্রীকে ১০১ ইমাম ও খতিবের অভিনন্দন

কওমী কমিশন

(১৮-এর পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠিত সভায় সরকার ও বেফাকের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ ও মাওলানা রুহুল আমিনের সাথে বেফাকের প্রতিনিধিদের যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় এই কমিশন গঠনে তার মোটেই প্রতিফলন ঘটেনি। এই কমিশন দেশের কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট নয়। কমিশনের জন্য বেফাকে যে-সব ব্যক্তিদের নাম সভাপতি সাহেবের স্বাক্ষরে পেশ করেছিল তারা তা গ্রহণ করেনি। কথা ছিল এই তালিকায় কোনরূপ রদবদল করার প্রয়োজন হলে বেফাকের সভাপতি আল্লামা শফি সাহেবের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে করতে হবে। কিন্তু মধ্যস্থতাকারীরা তাঁর অনুমোদন ছাড়াই তালিকাটি নিজেদের ইচ্ছামত রদবদল করে সেটিকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর পেশ করে অনুমোদিত তালিকা বলে চালিয়ে দিয়েছে। সভাপতি আল্লামা শাহ আহমদ শফি দাঃ বাঃ সহ বেফাক নেতৃবৃন্দ এহেন আচরণে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং প্রহসনের মাধ্যমে গঠিত এ কমিশন বেফাকুল মাদারিসের জন্য মেনে নেয়া সম্ভব হবে না বলে নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি সাহেবসহ সকল নেতৃবৃন্দ এই গুরুত্ব কাজের মাঝে মধ্যস্থতাকারীদের এই আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।

মধ্যস্থতাকারীরা কমিশনে যে সব ব্যক্তিদের নাম পেশ করেছেন তাদের অনেকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বিষয়টি সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন বলে জানান এবং তারা বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেব দাঃ বাঃ, সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, মহাপরিচালক-দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব- শাইখুল হাদীস কাসেমুল উলূম মাদরাসা, কুমিল্লা, সহ-সভাপতি বেফাক। হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ সাহেব- মোহতামেম, জামেয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, সহ-সভাপতি, বেফাক। হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী সাহেব- মোহতামেম- বারিধারা মাদরাসা, সহ-সভাপতি, বেফাক। হযরত মাওলানা মোস্তফা আযাদ সাহেব- মোহতামেম, আরজাবাদ মাদরাসা, মিরপুর, ঢাকা, সহ-সভাপতি বেফাক। হযরত মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব, মুহাদ্দিস হাটহাজারী মাদরাসা, নির্বাহী সদস্য বেফাক। হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব, মহাসচিব বেফাক। হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেব, সহকারী মহাসচিব, বেফাক। হযরত মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেব, মোহতামেম- জামেয়া রহমানিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা, সহকারী মহাসচিব, বেফাক। হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব- মোহতামেম- ফরিদাবাদ মাদরাসা, কোষাধ্যক্ষ, বেফাক। হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব, নির্বাহী সদস্য বেফাক। হযরত মাওলানা মুফতী ওমর ফারুক সন্দ্বীপী, নির্বাহী সদস্য, বেফাক।

কওমী শিক্ষা কমিশন সদস্যদের নাম ও পদবি

১। হযরত মাওলানা আহমদ শফি- চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক, দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। চেয়ারম্যান, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক), ঢাকা।

২। হযরত মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন- সদস্য সচিব, মহাপরিচালক, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ। চেয়ারম্যান, কওমি মাদরাসা বোর্ড গওহরডাঙ্গা। মহাসচিব, সম্মিলিত কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ।

৩। হযরত মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ- কো-চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, কওমী মাদরাসা সংহতি পরিষদ, ঢাকা। ইমাম, শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।

৪। হযরত মাওলানা সুলতান যওক নদভী- সদস্য, মহাপরিচালক, [illegible] দারুল মাআরিফ, চট্টগ্রাম। সিনিয়র সহ-সভাপতি সম্মিলিত কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ।

৫। হযরত মাওলানা আবদুল হালিম বোখারী-, সদস্য, মহাপরিচালক, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম। চেয়ারম্যান, ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কওমিয়া, চট্টগ্রাম।

৬। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী- সদস্য, শায়খুল হাদীস, জামেয়া কাসেমুল উলুম, কুমিল্লা। সিনিয়র সহ-সভাপতি, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক), ঢাকা।

৭। হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ- সদস্য, মুহতামিম, জামেয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, সহ-সভাপতি, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক), ঢাকা।

৮। হযরত মাওলানা আবদুল বাসেত বরকতপুরী-সদস্য, শায়খুল হাদীস, দরিকান্দি হোসাইনিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, খাদিমনগর, সিলেট। মহাসচিব, আঞ্জুমানে তালিমে দীনি এদারায়ে তালীম, সিলেট।

৯। হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মালেক-সদস্য, শিক্ষা সচিব, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।

১০। হযরত মাওলানা আবদুল কুদ্দুস- সদস্য, মুহতামিম, ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা। কোষাধ্যক্ষ, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক), ঢাকা।

১১। হযরত মাওলানা মুফতি মাহফুজুল হক-সদস্য, মুহতামিম, জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। সহ-সাধারণ সম্পাদক, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক), ঢাকা।

১২। হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী-সদস্য, মুহতামিম, মাদরাসা নূরে মদিনা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

১৩। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান- সদস্য, মুহতামিম, জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৪। হযরত মাওলানা আবদুল হক হক্কানী- সদস্য, নায়েবে মুহতামিম, জামিল মাদরাসা, বগুড়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি, তানজিমুল মাদারিসিল দীনিয়া আল কওমিয়া বাংলাদেশ।

১৫। হযরত হাফেজ মাওলানা মোশতাক আহমাদ-সদস্য, মুহতামিম, জামেয়া দারুল উলুম, খুলনা।

গঠিত কমিশনের সদস্য সচিব মুফতি রুহুল আমিন, মহাপরিচালক, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা।

আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ

কমিশনের কো-চেয়ারম্যান আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ কমিশন গঠনের প্রশ্নে বলেন, হযরত মাওলানা আহমদ শফী সাহেবের স্বাক্ষরিত ২২ জনের তালিকা থেকেই ১৫ জনকে নিয়ে সরকার কওমী শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এখানে বিভ্রান্তির কোন বিষয় নেই।

মুফতী রুহুল আমীন

কওমী কমিশনের সদস্য সচিব মাওলানা মুফতী রুহুল আমিন বলেন, সরকারের নিকট দাখিলকৃত ২২ জনের তালিকায় থেকে প্রবীণ সদস্যগণকে নিয়ে সরকার কওমী শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। তিনি বলেন, সরকার বিশেষ প্রয়োজনে এ কমিশনে আরো সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান রেখেছেন। কমিশন গঠন নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির কোন সুযোগ নেই। আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজন হলে কমিশনে আরো সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যাবে।

অভিনন্দন

সরকার কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সদ্য গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করায় আলেম ওলামা ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রাজধানীর ১০১ জন খতীব ইমাম

কওমী মাদরাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান ও গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী রুহুল আমীনকে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাজধানীর ১০১ জন ইমাম ও খতীব তারা বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই স্বীকৃতি প্রদান না করে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জাতিকে ধোকা দেয়ার রাজনীতি পরিহার করে বর্তমান সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ইতিহাসে মাইলফলক হিসাবে থাকবে।

বিবৃতিদাতা ইমাম ও খতীবগণ হলেন আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী (খতীব, রহিম মেটাল মসজিদ, তেজগাঁও), হাফেজ মাওলানা মানসুরুল হক (আল ফালাহ মসজিদ, তেজগাঁও), মুফতী মাসুম আহমদ (খতীব বনানী চেয়ারম্যানবাড়ি মসজিদ), মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাদিকী (মহাখালী আই টি এস মসজিদ), মাওলানা আনোয়ারুল হক (গুলশান-২ নং কাচাবাজার), মুফতী অহিদুল আলম (উত্তরা মসজিদ আল মাগফেরা), মাওলানা কারামত আলী (টঙ্গী তারান মসজিদ), মাওলানা রিয়াদুল ইসলাম (টঙ্গী নূরিয়া মসজিদ), হাফেজ মাওলানা আজিজুর রহমান (বিশ্বরোড খাদেমুল ইসলাম মসজিদ), মাওলানা এহসান সন্দ্বীপী (নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় মসজিদ), হাফেজ মাওলানা মোতাহার উদ্দিন (কলাবাগান বশির উদ্দিন রোড জামে মসজিদ), মুফতী মাহমুদুল হাসান (ধানমন্ডি ডরমেটরী মসজিদ), মুফতী আনিছুর রহমান (কলাবাগান মসজিদ), মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ (মিরপুর-১১ নং কেন্দ্রীয় মসজিদ)। এছাড়া আরো অভিনন্দন জানিয়েছেন আল্লামা শামছুল হক (রহ:) ট্রাস্টের পরিচালক মুফতী এনায়েতুল্লাহ পরিচালক হাফেজ এনামুল হাসান ও হাফেজ বেলাল হোসেন। বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা কামরুজ্জামান কবীর, জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাজমুল হক, অর্থ সম্পাদক এইচ এম মোতাহার উদ্দীন, খুলনা বিভাগীয় জিম্মাদার আলহাজ্ব ইশতিয়াক আহমেদ আকন্দ, গওহর ডাঙ্গার জিম্মাদার মাও. জিন্নাত আলী, খাদেমুল ইসলাম যুব পরিষদের সভাপতি মাওলানা আজিজুর রহমান, সদস্য সচিব মুফতী তাসনীম, জয়েন্ট সেক্রেটারী লাবীব আব্দুল্লাহ, খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদের সভাপতি সরদার ইমরান হুসাইন সহ আব্দুল্লাহ ইদরীস বাহরুল কাদের কোরবান আল মামুন নূর আবদুল কাদের ও ফারুক হোসাইন।

কওমী কমিশন আমি মানি না

—মুফতী আমিনী

স্টাফ রিপোর্টার : মুফতী আমিনী কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি প্রদানের নামে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসার বৃহত্তম সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বেফাকুল মাদারেসুল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) ছাড়া অন্য কোন সংগঠন বা কমিশন তিনি মানেন না। কওমী মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য কিছু করতে হলে বেফাকের মাধ্যমেই করতে হবে। নতুন সংগঠন তৈরি করে বা কমিশন গঠন করে কওমী উলামায়ে কেরামকে মরণফাঁদে পা দেয়ার জন্য সরকার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। কিছু দালালকে এজন্য ময়দানে নামিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে সে ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ছাত্র শিক্ষকদের সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।